قواعد جماعتی انتخابات

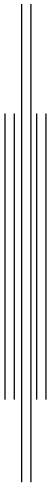

شائع کردہ

نظارت علیا صدر انجمن احمدیہ قادیان

2019

জামাতীয় নির্বাচনী বিধি

প্রকাশক:
নাজারত উলিয়া
সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান
২০১৯

পুস্তক : **জামাতীয় নির্বাচনী বিধি**

প্রকাশক : নাজারত উলিয়া সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬
২য় প্রকাশ : ২০১৯

সংখ্যা : ১০০০ কপি

অনুবাদক : শেখ মহম্মদ আলী

সহযোগীতায় : আবু তাহের মণ্ডল, রাকিবুল ইসলাম

কম্পোজ : কাজী আয়াজ মহম্মদ

মুদ্রক : ফযলে উমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব (ভারত), পিন : ১৪৩৫১৬

জামাত আহ্‌মদীয়া ভারতের পদাধিকারীদের নির্বাচনী বিধি

ভূমিকা

জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, বর্তমান পদাধিকারীদের সময় ৩১শে মার্চ ২০১৯ এ শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং ৩১শে মার্চের পূর্বে চাঁদার হিসাব সম্পূর্ণ করে নতুন নির্বাচন করে পাঠানো হয় যাতে এপ্রিল মাসে মঞ্জুরীর কার্যক্রম পাঠানো যেতে পারে এবং নতুন পদাধিকারীদের চার্জ লেনদেন করার কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। এই নির্বাচনের কার্যকালের মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত হবে।

নাযির আলা কাদিয়ান

স্থানীয় আঞ্জুমান সমূহ (জামাত সমূহ) সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ও উপদেশাবলী

স্মরণ রাখা উচিৎ যে, যেখানে তিন অথবা তার অধিক চাঁদা দাতা আহমদী থাকবেন সেখানে যথারীতি নিযামে জামাত (জামাতীয় ব্যবস্থাপনা) প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

যদি সদস্য সংখ্যা দশ (১০) এর কম হয় তবুও সেখানে একজন প্রেসিডেন্ট এবং এবং সেক্রেটারী মাল অবশ্যই নিযুক্ত করা প্রয়োজন, আর জামাতের সদস্য সংখ্যানুযায়ী অন্যান্য সমস্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত করা আবশ্যক।

এই সমস্ত পদাধিকারীগণকে নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত করা উচিৎ। কিন্তু যেখানে সদস্য কম সেখানকার জন্য প্রেসিডেন্ট (সদর) এবং সেক্রেটারী মালের নামান্তকরণ (Selection) এর সুপারিশ ও করা যেতে পারে।

পদাধিকারীগণের নির্বাচনের নিয়মাবলী

স্থানীয় জামাত সম্পর্কিত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া কাদিয়ানের নিয়ম ও নির্দেশাবলী যা স্পষ্টভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

কায়দা নম্বর ২৯০ :- প্রত্যেক এমন জায়গা যেখানে কিছু সদস্য আছেন সেখানে সিলসিলার নেযাম অনুযায়ী নাযির-এ-আলা এর অনুমতিক্রমে স্থানীয় (লোকাল) আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা হবে। যার সদস্য স্থানীয় জামাতের প্রাপ্ত বয়স্করা হবেন।

কায়দা নম্বর ২৯১ :- এই সমস্ত স্থানীয় আঞ্জুমান যেগুলিকে

সিলসিলার কাজ চালানোর জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হবে। সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, নাযির গণ এবং অফিসার গণের নিগরাণী ও হেদায়েত সমূহের আয়ত্বে (অধিনে) থাকবে। এবং এরকম আঞ্জুমান সমূহকে সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার তরফ থেকে এ বিষয়ের সমর্থনে একটি সনদ (সার্টিফিকেট) দেওয়া হবে যে, সে সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার একটি শাখা।

কায়দা নম্বর ২৯২ :- প্রত্যেক স্থানীয় আঞ্জুমানের দায়িত্ব হবে যে, স্থানীয় জামাতের সমস্ত সদস্যগণের (পুরুষ, মহিলা, প্রাপ্ত বয়স্ক ও বাচ্চাদের) নাম রেজিষ্টার বা তাজনীদে লিপিবদ্ধ করা। (নাজারাত উলিয়া থেকে যে তাজনীদের পারফারমা পাঠানো হয়েছে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করে জামাতে রাখা হোক এবং একটা কপি নাজারাত উলিয়াতে পাঠানো হোক।)

কায়দা নম্বর ২৯৩ :- জামাতীয় যে সকল বিষয়াবলী আমারতের সহিত সম্পর্কযুক্ত সেই সকল বিষয়ে স্থানীয় সদস্যদের জন্য স্থানীয় আমীর/ সদর এর অনুসরণ করা আবশ্যকীয়

কায়দা নম্বর ২৯৬ :- বৈধ হবে একের অধিক স্থানের স্থানীয় আঞ্জুমান সমূহ সমেত হাল্কা (পাড়া) ভিত্তিক অথবা জেলা অথবা এলাকা অথবা রাজ্য অথবা দেশ ভিত্তিক আঞ্জুমান সমূহের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হোক। এমতাবস্থায় এগুলিতে প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা নিজের থেকে উচ্চ ব্যবস্থাপনার আয়ত্তে / নিম্নে থাকবে। এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা সরকারি ব্যবস্থাপনার আয়ত্বে থাকবে।

কায়দা নম্বর ২৯৯ :- প্রত্যেক স্থানীয় আঞ্জুমানের জন্য আবশ্যক হবে যে, বিভিন্ন ধরণের কর্ম সম্পর্কিত নিজ কার্যাবলীর বার্ষিক রিপোর্ট নির্দিষ্ট অফিসে প্রেরণ করুন। এছাড়া বছরের মধ্যবর্তী সময়ে (যেকোন সময়ে) ও মরকজ প্রয়োজনানুসারে রিপোর্ট পাঠাতে থাকে। নাজারত উলিয়ার তরফ থেকে যে মাসিক কার্যাবলীর রিপোর্ট ফর্ম আছে, সেটিকে নিয়মিতভাবে পাঠানো আবশ্যক।

কায়দা নম্বর ৩০০ :- প্রত্যেক স্থানীয় আঞ্জুমানের নিকট হতে আশা করা হয় তারা নিজ স্থানে একটি মসজিদ এবং একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করে। মসজিদ না থাকা অবস্থায় প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের দায়িত্ব হবে যে, এমন একটা জায়গার ব্যবস্থা করেে য, যেখানে বাজামাত নামাজ, জুমআ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ইজলাসের জন্য একত্রিত হতে পারে।

কায়দা নম্বর ৩০৩ :- সমস্ত স্থানীয় আঞ্জুমানের দায়িত্ব হবে যখন মরকজ থেকে কোন নাজির কোন জায়গায় পরিদর্শনে যান, তখন খলিফাতুল মসীহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের সাথে সাথে যথাযথরূপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

নির্বাচন

কায়দা নম্বর ৩০৪ :- প্রত্যেক স্থানীয় আঞ্জুমানের জন্য আবশ্যক হবে যে, যেন সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার বিভিন্ন (বিভাগের) কার্যাবলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন পদাধিকারী নিযুক্ত করে। এই সমস্ত পদাধিকারীগণ কেন্দ্রের হেদায়েত অনুযায়ী নিজ নিজ

বিভাগ সম্পর্কিত বিষয় আমীর অথবা সদরের অধিনে কর্ম করবেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত রেকর্ড রাখবেন। এই সমস্ত পদাধিকারী স্থানীয় আঞ্জুমানের সাধারণ ইজলাসে নির্বাচিত হবেন। কাজের বৈশিষ্ট্য অনুসারে একের অধিক পদ একজন ব্যক্তিকেই দেওয়া বৈধ হবে।

কায়দা নম্বর ৩০৬ :- স্থানীয় আঞ্জুমান নিজের কাজের সুবিধার্থে নিজেদের কার্যনির্বাহী মজলিস প্রতিষ্ঠিত করবে যার সমস্ত সদস্য স্থানীয় পদাধিকারীরা হবেন। এই মজলিসের নাম **'মজলিসে আমেলা'** হবে। এই মজলিসের নেতা স্থানীয় আমীর / প্রেসিডেন্ট (সদর) হবেন।

কায়দা নম্বর ৩০৭ :- স্থানীয় আঞ্জুমানের মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ নিম্ন রূপ -

আমীর / সদর, নায়েব আমীর / নায়েব সদর, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ, এডিশানাল সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ (তরবিয়ত নও মোবঈন), সেক্রেটারী তালিমুল কোরআন ও ওয়াকফে আরজি, সেক্রেটারী দাওয়াত ইলাল্লাহ, সেক্রেটারী তালিম, সেক্রেটারী উমুর-এ-আমা, সেক্রেটারী উমুর-এ-খারজা, সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী ওসায়া, সেক্রেটারী জিয়াফত, সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী ইশাআ'ত, এডিশানাল সেক্রেটারী ইশা'আত (M.T.A), সেক্রেটারী সনত ও তেজারত, সেক্রেটারী তাহরীক-এ-জাদীদ, সেক্রেটারী ওয়াকফ-এ-জাদীদ, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, অডিটর, ইমামুস্ সালাত, কাজী, আমিন, মোহাসিব, জয়ীম-এ-আলা আনসারুল্লাহ, কায়েদ খুদ্দামুল

আহমদীয়া, মুরুব্বী (মোবাল্লেগ) সিলসিলা।

নোট নম্বর (১) :- কোন এক স্থানীয় আঞ্জুমানে যদি অঙ্গ সংগঠনের জায়ীমগণ অথবা আনসারুল্লাহর জায়ীম-এ-আলা এবং কায়েদ খুদ্দামুল আহমদীয়া দুই অথবা দুই এর অধিক হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য সেই অঙ্গ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট / সদর, একজন প্রতিনিধিকে মজলিসে আমেলার জন্য নাম প্রস্তাব করবেন।

নোট নম্বর (২) :- যদি স্থানীয় আঞ্জুমানে দুই বা ততধিক মোবাল্লেগ সিলসিলা থাকে তাহলে নাজির-এ-আলা মজলিসে আমেলার জন্য একজন প্রতিনিধিকে নিযুক্ত করবেন।

নোট নম্বর (৩) :- আমীর / সদর এর পূর্ণ অধিকার হবে যে, তিনি যে কোন ব্যক্তিকে মজলিসে আমেলার পরামর্শের জন্য আমন্ত্রণ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি (আমন্ত্রিত ব্যক্তি) ভোট দিতে পারবেন না।

নোট নম্বর (৪) :- সেক্রেটারী ওসায়া-র মুসী হওয়া আবশ্যক।

নোট নম্বর (৫) :- প্রত্যেক মেয়াদ কালের প্রারম্ভে জেলা ও স্থানীয় আমীরগণ এবং প্রেসিডেন্টগণ নিজেদের নায়েব(সহকারী) অবশ্যই নির্দ্ধারণ করেন। যাতে জামাতের কাজে আরও বেশি করে উন্নতি করা যায়। এই নায়েব (সহকারী কমপক্ষে একজন এবং প্রয়োজনানুসারে দুইজন নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

(WTT-3497 / 30-08-2018)

কায়দা নম্বর ৩০৮ :- আমীর এবং বিভিন্ন পদাধিকারীদের নির্বাচন তিন বছরের জন্য হবে। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে মধ্যবর্তী কালীন যে কোনো সময়ে পরিবর্তন করা বৈধ হবে। এবং এই নির্বাচন অথবা দায়িত্ব অবশিষ্ট্য সময়ের জন্য হবে।

কায়দা নম্বর ৩০৮ A :- সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর এরশাদ অনুযায়ী :-

"প্রত্যেক প্রেসিডেন্টগণ এবং স্থানীয় আমীরগণ দুই মেয়াদ কালের (ক্রমাগত দুইবার) বেশি নির্বাচিত হতে পারেন না। কিন্তু এই কায়দা বাকী পদাধিকারী এবং জেলা আমীরগণের উপর প্রযোজ্য নহে।"

"কমপক্ষে এক মেয়াদ কাল (টার্ম) পর নাম প্রস্তাব করা যাবে"-

সুতরাং যে সমস্ত প্রেসিডেন্টগণ (সদরগণ) এবং স্থানীয় আমীরগণ পর্যায়ক্রমে ২০১৩ থেকে সদর ও স্থানীয় আমীর রূপে সেবা (খিদমত) করে আসছেন ২০১৯ এর নির্বাচনে তাদের নাম প্রস্তাব করা যাবে না।

কায়দা নম্বর ৩০৯ :- জামাতীয় কল্যাণে অন্তবর্তীকালীন সময়েও স্থানীয় আমীর অথবা হাল্কা ভিত্তিক আমীর অথবা প্রাদেশীক আমীর অথবা অঞ্চলিক আমীর অথবা দেশীয় আমীর এর পরিবর্তন, কারণ উল্লেখ না করে নিজ পদ থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে এবং তার মঞ্জুরী খলিফাতুল মসীহর নিকট হতে নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু স্থানীয় জামাত অথবা সদস্যদের পরামর্শ ইত্যাদিতে তার বহিষ্কারের প্রশ্ন উত্থাপনের কোন অনুমতি নেই।

কায়েদা নম্বর ৩১০ :- সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার নাজির, নায়েব নাজির এবং অফিসারবর্গ, অনুরূপভাবে তাহরীক-এ-জদীদ এর ওকীল, নায়েব ওকীল এবং অফিসারবর্গ, আর ওয়াকফে জদীদ এর নাজিম এবং নায়েব নাজিম কোন স্থানীয় পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না। অনুরূপভাবে কাজীও অন্য কোন দ্বিতীয় পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারবেন না।

কায়দা নম্বর ৩১১ :- (ক) :- স্থানীয় সদরের নির্বাচন স্থানীয় জামাতের সর্বাধীক সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে হবে।

(খ) :- কোরাম মোট সিদ্ধান্তকারীর অর্ধেক হবে কিন্তু যদি যথারীতি অবগত করার পরেও প্রথম সভাতে কোরাম সম্পূর্ণ না হয় তবে দ্বিতীয় সভার কোরাম মোট সিদ্ধান্তকারীর এক তৃতীয়াংশ হবে।

কায়দা নম্বর ৩১৩ :- কোরাম নির্ধারণ হবে চাঁদার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মোট সদস্যের মধ্য থেকে মহিলা, শিক্ষানবিশ এছাড়া বকেয়া চাঁদাদাতাগণকে বাদ দিয়ে বাকী চাঁদা দাতাগণের মোট সংখ্যা থেকে।

কায়দা নম্বর ৩১৪ :- আমীরদের নির্বাচনের প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি নির্বাচনী নিয়মানুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন এ ব্যাপারে যথাযথরূপে ১৫ দিন পূর্বে লিখিত নির্দেশ পাঠান উচিত যে অমুক তারিখে আমীর নির্বাচন হবে আর তার জন্য অমুক সময় ও অমুক জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং উক্ত লিখিত দ্রষ্টব্যের উপর নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার বিষয়ে স্বাক্ষর করানো উচিত। নির্বাচনী সভায় কোন নিয়মের যথার্থ

কারণ ব্যতীত নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বে অবহিতকরণ ছাড়া অনুপস্থিতির জন্য জিজ্ঞাসিত হতে হবে। সেই জন্য যদি কোন ব্যক্তি যথার্থ কারণ ছাড়া এই লিখিত দ্রষ্টব্য প্রাপ্ত হওয়ার পর অনুপস্থিত থাকে তবে তার রিপোর্ট নাজারত উলিয়াতে পাঠান হবে।

কায়দা নম্বর ৩১৭ :- প্রতিটি পদের গুরুত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী উক্ত পদে নির্বাচন হওয়া উচিত। আর বন্ধুদের পরামর্শ দেওয়ার সময় যেকোন অবস্থাতে যোগ্যতাকে প্রধান্য দেওয়া উচিত। শুধুমাত্র নামের খাতিরে অতীব ব্যস্ত অথবা কুঁড়ে অথবা একনিষ্ঠ নয় অথবা অযোগ্য অথবা কোনরূপ বদ অভ্যাসযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা ঠিক নয়।

কায়দা নম্বর ৩১৮ :- নির্বাচনের সময় এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া একাধীক পদ একই ব্যক্তিকে অর্পণ করা উচিত নয়। যেন কঠোর পরিশ্রমের কারণে সিলসিলার কাজে কোনরূপ ব্যাঘাত এবং দুর্বলতা প্রকাশ না পায় আর অধিক সংখ্যায় মানুষ জামাতী কাজের শিক্ষা অর্জন করতে পারেন।

কায়দা নম্বর ৩১৯ :- শুধুমাত্র নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণের লিস্ট মঞ্জুরীর জন্য নাজারত উলিয়াতে পাঠানো উচিত । আমীর / নায়েব আমীর, সদর / নায়েব সদর, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী এসলাহ ও এরশাদ, এ্যাডিশানাল সেক্রেটারী এসলাহ ও এরশাদ (শিক্ষা নও মোবাঈন), এ্যাডিশানাল সেক্রেটারী এসলাহ্ ও এরশাদ (তালিমুল কোরআন ওয়াকফে আরযী), সেক্রেটারী দাওয়াত-এ-

ইলাল্লাহ্, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী উমুর-এ-আমা, সেক্রেটারী উমুর-এ-খারজা, সেক্রেটারী ওসায়া, সেক্রেটারী মাল, নায়েব সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী এ্যাডিশানাল সেক্রেটারী এসলাহ ও এরশাদ (শিক্ষা নও মোবাঈন), এ্যাডিশানাল সেক্রেটারী এসলাহ ও এরশাদ (তালিমুল কোরআন ওয়াকফে আরযী), সেক্রেটারী দাওয়াত-এ-ইলাল্লাহ্, সেক্রেটারী তালীম, সেক্রেটারী উমুর-এ-আমা, সেক্রেটারী উমুর-এ-খারজা, সেক্রেটারী ওসায়া, সেক্রেটারী মাল, নায়েব সেক্রেটারী মাল, সেক্রেটারী তসনীফ ও এশায়াত (সম্য়ী' ও বসরী), সেক্রেটারী জারায়াত, সেক্রেটারী সানায়াত ও তেজারত, সেক্রেটারী জিয়াফত, সেক্রেটারী জায়েদাদ, সেক্রেটারী রিশতা নাতা, ইমামুস্সালাত, কাজী, অডিটর, আমীন, মুহাসিব।

নোট নম্বর (১) :- খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) সেক্রেটারী রিশ্তানাতা নির্বাচন পদ্ধতি বন্ধ করে আমীরদের অনুমতি দিয়েছিলেন যে, তারা যেন এই কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির নাম কেন্দ্রে পাঠিয়ে অনুমতি নেন।

নোট নম্বর (২) :- নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণের মঞ্জুরী উপরিউল্লিখিত দপ্তর থেকে নেওয়া দরকার, কাজী, সেক্রেটারী তাহরীক-এ-জদীদ, সেক্রেটারী ওয়াফে জদীদ, এ্যাডিশানাল সেক্রেটারী ওয়াফে জদীদ (নও মোবাঈন), সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, মজলিস আনসারুল্লাহ এবং খুদ্দামুল আহমদীয়ার পদাধিকারীগণ।

নোট নম্বর ৩ :- সেক্রেটারী ওয়াসায়ার মুসী হওয়া

আবশ্যক।

কায়দা নম্বর ৩২১ :- মুহ্সেলীনদের (চাঁদা সংগ্রহকারীদের) জন্য স্থানীয় মজলিসে আমেলার মঞ্জুরী যথেষ্ট। অবশ্য তাদের জন্য নাজারত বায়তুল মালে (আমদ) অবগতমূলক রিপোর্ট আসা প্রয়োজন। কেননা যদি কোন নিয়োগ অসঙ্গত হয় তাহলে যেন তার সংশোধন করা যায়।

কায়দা নম্বর ৩২৩ :- প্রতিটি স্থানীয় আঞ্জুমান যার চাঁদা দাতার সংখ্যা ৪০ অথবা তার বেশী তবে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ঝগড়া-বিবাদ নিস্পত্তির জন্য একজন কাজী নিযুক্ত করা আবশ্যক। আমীর / সদর / অন্য কোন পদাধিকারী কাজীর কর্তব্য পালনের অধিকার রাখে না।

নোট নম্বর (১) :- প্রয়োজনের তাগিদে একাধীক কাজী নিযুক্ত করা যেতে পারে।

নোট নম্বর (২) :- সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) ভারতের জামাত ও জেলা গুলিতে কাজী নিযুক্তিকরণের জন্য একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা কাজী সাহেব গণের নাম প্রস্তাব করেন তারা যেন হুজুর (আইঃ)-এর নিকট হতে মঞ্জুরী নেন।

নোট নম্বর (৩) :- প্রয়োজন অনুসারে একাধিক ইমামুস্সালাত নির্দ্ধারণ করা যেতে পারে।

কায়দা নম্বর ৩২৪ :- যদি কোন আমীর অথবা অন্য কোন স্থানীয় পদাধিকারীর নির্বাচন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হয় এবং অনুসন্ধানের পর এই অভিযোগ সঠিক সাব্যস্ত হয় যে,এ ব্যাপারে কারোর পক্ষে Propaganda

করা হয়েছে তাহলে এই নির্বাচনকে বরখাস্ত করা হবে। এবং প্রচারকারীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা হবে এবং পুনরায় নির্বাচনের সময় সভাতে তার উপস্থিত থাকার অনুমতি থাকবে না।

কায়দা নম্বর ৩২৫ :- Propaganda-র মধ্যে এমন প্রতিটি কার্য অন্তর্গত হবে যাতে জামাতের সদস্যবর্গ অথবা কোন ব্যক্তির উপর কোনও ভাবে কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে মতামত তৈরীর চেষ্টা করা হয় অবশ্য সভার সভাপতির সম্মতিতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করা যেতে পরে, কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার অনুমতি থাকবে না।

কায়দা নম্বর ৩২৬ :- এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার যে, নির্বাচনের সময় কোন পদের জন্য কেউ নিজের নাম প্রস্তাব করতে এবং নিজেকে ভোট দিতে পারবেন না। যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, নির্বাচনের সময় কোন ব্যক্তি নিজেকে ভোট দিয়েছে বা নিজের নাম প্রস্তাব করেছে তাহলে তিনি এই পদের জন্য নির্বাচিত হবেন না। যদি সেই সময় তিনি অন্য কোন পদেও বহাল থাকে তাহলে সেটা থেকেও তাঁকে পদস্খলন করা হবে।

কায়দা নম্বর ৩২৭ :- কোন ব্যক্তি নিজের বয়স অনুযায়ী মজলিস আনসারুল্লাহ্ বা মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার তাজনীদে তালিকাভুক্ত না থাকে তাহলে কোন পদের অধিকারী হতে পারবে না।

কায়দা নম্বর ৩২৮ :- নির্বাচনে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তির জন্য ভোট প্রদান করা আবশ্যক। ভোট প্রদানে বিরত

থাকবে না।

কায়দা নম্বর ৩২৯ :- নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নির্বাচনী ইজলাসে অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না।

(ক) :- এমন ব্যক্তি যার উপর কায়দা নম্বর ৩৪১ এর বর্ণনা অনুযায়ী কেন্দ্রের বিনা মঞ্জুরীতে বকেয়া চলে আসছে এবং তিনি আদায় করছেন না।

(খ) :- মহিলা।

(গ) :- ১৮বছরের কম বয়সের ছেলেরা ।

(ঘ) :- যে ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার (সিলসিলার) পক্ষ থেকে সাজা প্রাপ্ত।

(ঙ) :- এমন ব্যক্তি যিনি নিজের কেন্দ্রীয় চাঁদা স্থানীয় জামাতের ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাহ্য করে আলাদা ভাবে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য অটল থাকেন।

(চ) :- এমন প্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্র যারা নিজের পিতা মাতা বা অভিভাবকের খরচের উপর নির্ভরশীল।

কায়দা নম্বর ৩৩০ :- নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে পদাধিকারী রূপে মনোনীত করা যাবে না।

(ক) কায়দা নম্বর ৩২৯ অনুযায়ী যিনি ভোট দানের অধিকারী নন।

(খ) বকেয়া লাজমী চাঁদা পরিশোধ না করার অনুমতি অর্জনকারী ব্যক্তি।

(গ) কায়দা ওসিয়্যত নং ৭২ অনুযায়ী যে মুসীর ওসীয়্যত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার তরফ হতে মনসুখ (বাতিল)

করে দেওয়া হবে।

(ঘ) চাঁদার টাকা নিজের কাজে খরচ কারী।

নোট :- যদি কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বার আর্থিক তছরূপের কারণে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয় তাহলে পুনরায় কখনো সে পদাধিকারী হতে পারবে না।

কায়দা নম্বর ৩৪১ :- চাঁদা দাতা বলতে সেই সদস্য যিনি নিজের চাঁদা নিয়মিত ভাবে আদায় করে। এবং যার ছয় মাসের অধিক চাঁদা আম ও চাঁদা হিস্‌সা আমদ বকেয়া নেই এবং চাঁদা জলসা সালানা এক বছরের অধিক বকেয়া নেই।

কায়দা নম্বর ৩৪১ A :- কোন ব্যক্তি আনসার অথবা খুদ্দাম হোক, যদি সে নিজ নিজ সংগঠনের চাঁদার বকেয়াদার হয়, তাহলে সে সেই সংগঠন এবং জামাতের পদাধিকারী হতে পারবে না।

পত্র নং- **(WTT-2591 / 02-03-2016)**

সুতরাং ভারতের জামাতগুলিতে এপ্রিল ২০১৯-এ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাতে জামাতের লাজেমী চাঁদা (চাঁদা আম, চাঁদা হিসসা আমদ), জলসা সালানা ছাড়া সংগঠনের (খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, আনসারুল্লাহ্‌) চাঁদার ছয় মাসের অধিক বকেয়াদার এবং এই রকম নিজ সংগঠনের ইজতেমার চাঁদার এক বছরের অধিক বকেয়াদার হয় তাহলে তিনি পদাধিকারীরূপে নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবেন না। জামাতের সমস্ত আমীর এবং প্রেসিডেন্টগণ এই কায়দাগুলি দৃষ্টিপটে রেখে সেক্রেটারী মাল কর্তৃক ভোটাধিকারীর তালিকা প্রস্তুত

করিয়ে নিন।

কায়েদা নম্বর ৩৪২ :- যদি কোন বকেয়াদার নিজের বকেয়া পরিশোধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে অবকাশ প্রাপ্ত হন তাহলে তিনি এই শর্তানুযায়ী ঐ সময় পর্যন্ত বিবেচিত হবেন, যতদিন পর্যন্ত অবকাশ নিয়েছেন।

কায়দা নম্বর ৩৪৪ :- লাজমী চাঁদার এমন বকেয়াদার যিনি বকেয়ার ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন, পাঁচ বছর পর্যন্ত নিয়মিতরূপে লাজমী চাঁদা পরিশোধ করেছেন তিনি পদাধিকারীরূপে নির্বাচীত বা মনোনীত হতে পারবেন।

কায়দা নম্বর ৩৪৫ :- এমন ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট হারের থেকে কম চাঁদা দেওয়ার অনুমতি নিয়েছে ভোট দিতে পারবে কিন্তু পদের জন্য তাদের নির্বাচন, কেন্দ্রের অনুমতিতে হবে।

পদাধিকারীগণের (মঞ্জুরী) মনোনয়ন

কায়দা নম্বর ৩৪৬ :- স্থানীয় পদাধিকারী যাদের নিয়োগ করার দায়িত্ব এবং যাদের পদ থেকে অপসারিত (বর তরফ) করার দায়িত্ব কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং আমীর তাদের অপসারিত(বর তরফ) করানোর সুপারিশ করতে পারে। আমীরের এ ও অধিকার হবে যে তিনি যে কোন পদাধিকারীকে কেন্দ্রীয় ফয়সালা না আসা পর্যন্ত স্থগিত করতে পারবেন ।

কায়দা নম্বর ৩৪৭ :- নাজির আলা স্থানীয় আমীরের পরামর্শে স্থানীয় জামাতের নির্বাচন এবং পদাধিকারীদের ঠিক করবে। নাজির-এ-আলার অধিকার আছে কোন কারণ

বশতঃ নির্বাচনের মঞ্জুরী না দেওয়া বা কোন কারণ না দেখিয়ে কোন পদাধিকারীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং নূতন নির্বাচনের আদেশ দেওয়া অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পদাধিকারীর চয়ন করতে পারবে।

জরুরী নোট :- সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কাদিয়ানের মরকজে একটি **'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি'** প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার সভাপতি নাজির-এ-আলা। সদর ও সেক্রেটারীগণের নির্বাচনের মঞ্জুরী ঐ কমিটির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে।

কায়দা নম্বর ৩৫০ :- যদি কোন জায়গায় কোন বকেয়াদারকে কোন পদের পদপ্রার্থী রূপে নির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে ঐ পদাধিকারীর নিকট থেকে লিখিত চুক্তি (সময়) নেওয়া হবে যে, তিনি নিজ বকেয়ো নির্দিষ্ট কিস্তিতে যথাযথভাবে পরিশোধ করতে থাকবেন এবং ঐ কিস্তির মঞ্জুরী স্থানীয় আমীর / সদর / সংশ্লিষ্ট দফতরের নিকট হতে অর্জন করা আবশ্যক। কিন্তু যদি কোন বকেয়াদার (মুসী বকেয়াদার ব্যতীত বকেয়া ক্ষমা করা যায় না) নিজ বকেয়া পরিশোধে পুরোপুরি অক্ষম হন তবে এ ব্যাপারে তার অপারগতার কারণ সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খলিফাতুল মসীহর নিকট উপস্থাপন করে ক্ষমা চাইবেন।

কায়দা নম্বর ৩৫৪ :- নূতন নির্বাচিত পদাধিকারীদের নামের তালিকা এবং তাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে নাজারত উলিয়াতে পাঠানো জরুরী। কিন্তু নাজারত উলিয়ার নিকট হতে নূতন পদাধিকারীদের মঞ্জুরী না আসা পর্যন্ত পুরানো

পদাধিকারীরাই কাজ চালিয়ে যাবে।

মুতাফার্‌রিক (অন্যান্য)

কায়দা নম্বর ৩৫৫ :- নূতন পদাধিকারীদের মঞ্জুরী হওয়ার পর পুরানো পদাধিকারীদের কাজের দায়িত্ব বিস্তারিত রেকর্ড সহ নূতন পদাধিকারীদের অর্পণ করা আবশ্যক, এবং নূতন পদাধিকারী চার্জ নেওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে পুরানো পদাধিকারীদের কাছ থেকে বিগত বছরের রিপোর্ট গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠান আবশ্যক। নতুবা এই দায়িত্ব পরে তাঁর উপরে অর্পিত হবে।

কায়দা নম্বর ৩৬৩ :- জামাতগুলিতে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান সেক্রেটারীদের নামে করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তার নকল অবশ্যই আমীর / সদরের নিকটও পাঠানো উচিত।

কায়দা নম্বর ৩৬৪ :- স্থানীয় আমীর / সদর এর জন্য আবশ্যক হবে যে, নিজ স্থান থেকে বাহিরে যাওয়ার পূর্বে নাজির-এ-আলার নিকট হতে আগাম অনুমতি অর্জন করেন এবং কাউকে নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করান।

প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী :

ভরতবর্ষের জামাতগুলিতে জেলা আমীরের প্রতিনিধি, স্থানীয় আমীর এবং সদর জামাত নিয়োগের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আইঃ) নিম্নলিখিত উপদেশাবলী নির্ধারণ করেছেন-

১) জেলা আমীরের প্রতিনিধি অথবা কোন (স্থানীয়)

জামাতের আমীর যদি "স্বদেশে" এক সপ্তাহের জন্য ছুটিতে যাওয়ার অনুমতি পত্র দেয় (দাখিল করে) সেক্ষেত্রে নাযির সাহেব আলা ওনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু যদি স্বদেশে এক সপ্তাহের অধিক সময়ের জন্য ছুটিতে যেতে হয় সেক্ষেত্রেও যুগ খলিফার নিকট হতে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক হবে কিন্তু উভয়ের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে রীতি অনুসারে যুগ খলিফার নিকট হতেই অনুমতি নিতে হবে।

২) সদর জামাতের স্বদেশ অথবা বিদেশে ছুটিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অনুমতি নাযির-এ-আলা দেবে তার জন্য উক্ত সদরের কিছু নিষ্ঠাবান মেম্বারদের নাম নাযির-এ-আলার সমিপে পাঠানো উচিত।

নোট : উত্তর ভারতের (শুমালি হিন্দ্) জামাতগুলির জন্য এ্যাডিশানাল নাযির-এ-আলা অনুমতি দেবে।

(WTT - 3714 / 21-04-2016)

****

আমীর নির্বাচনের নিয়মাবলী

হজরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) ভারতের জামাত গুলিতে আমারতের (আমিরের) নিযাম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই উপদেশ দেন যে :-

"আগামী থেকে আমীর নির্বাচনের জন্য ৪০ এর পরিবর্তে ৫০ জন চাঁদা দাতার সংখ্যা কমপক্ষে নির্দিষ্ট হবে। শর্ত হল বাকী বিবরণ অর্থাৎ ডাক্তার, শিক্ষক এবং উকিল ইত্যাদির যথাযথ সংখ্যা পূর্ণ করে ও খলিফাতুল মসীহর

কাছ থেকে এর মঞ্জুরী নেওয়া হয়ে থাকে।”

(চিঠি QND-0314/06-02-2008)

সুতরাং এই নির্দেশ অনুযায়ী কিছু কিছু জামাতের বিবরণ এবং রিপোর্ট পাঠাবার পর হুজুর (আইঃ) আরো কিছু জামাতে আমারতের নিযাম প্রতিষ্ঠা করার মঞ্জুরী দিয়েছিলেন। সুতরাং ২০১০ সনে এই সকল জামাতে আমারতের নির্বাচন কার্যকরী করা হয়েছিল।

****

মজলিস-এর-নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমারতের (আমীরগণের) নির্বাচন হবে

কায়দা নম্বর ৩৩১ :- আমীর, সেক্রেটারীগণ, মোহাসিব, অডিটর এর নির্বাচন সরাসরি হবে না বরং একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। নিয়মাবলী অনুযায়ী চাঁদা দাতাগণ এই সমস্ত সদস্যদের নির্বাচিত করবেন।

☼ চাঁদা দাতার সংখ্যা ৫০-১০০ পর্যন্ত হলে মজলিস-এ- নির্বাচনের সদস্য সংখ্যা ১১ হবে। এর পর প্রত্যেক ২৫ এর জন্য একজন করে সদস্য নেওয়া হবে। অর্থাৎ যদি চাঁদা দাতার সংখ্যা ২০০ হয় তাহলে মজলিস-এ-নির্বাচনের জন্য ১৫ সদস্যকে নির্বাচিত করা হবে এবং এই সমস্ত সদস্যদের বয়স ৬০ বছরের কম হতে হবে।

☼ ৬০ বছরের অধিক বয়স্ক চাঁদা দাতা যাদের কমপক্ষে ১০ বছর বয়আত নেওয়া হয়েছে। এবং তাদের সংখ্যা ৬০ বছর থেকে কম বয়সের সদস্য সংখ্যার সমান হয় তাহলে তারা নির্বাচন ছাড়াই মজলিস নির্বাচনের সদস্য

হয়ে যাবে। সংখ্যা অধিক হলে নির্বাচেনের দ্বারা সম্যক সদস্য নির্বাচিত করতে হবে। যতটা ৬০ বছরের নীচের সদস্য হবে। অর্থাৎ চাঁদা দাতার সংখ্যা অনুযায়ী ৬০ বছরের নীচের সদস্য যদি ১৫ হয় এবং ৬০ বছরের উপর বয়স্ক চাঁদা দাতার সংখ্যা যদি ২০ অথবা ২৫ হয় তাহলে তাদের মধ্য থেকে ১৫ জন সদস্যকে নির্বাচিত করা হবে। এবং এই নির্বাচনে সমস্ত চাঁদা দাতা অংশ গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ৬০ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশী বয়স্ক সদস্যদের নাম আলাদা আলাদা প্রস্তাব হবে কিন্তু নির্বাচনী ইজলাসে উপস্থিত সমস্ত সদস্য ভোট দানে অংশ গ্রহণ করবে।

নোট নং (১) :- চাঁদা দাতাদের জন্য ভোট দেওয়ার এবং পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য ঐ শর্ত প্রযোজ্য হবে যা সদর নির্বাচনের নিয়মাবলীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (অর্থাৎ কায়দা নম্বর ৩২৯ ও ৩৩০ এবং কায়দা নম্বর ৩৪১-৩৪৫)

নোট নং (২) :- নাজারাত উলিয়ার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় আমীরের অধীনে স্থানীয় হালকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর নাযির-এ-আলা, সদর এবং তাঁর আমেলা কমিটির সদস্যদের মঞ্জুরী দেবেন।

কায়দা নম্বর ৩৩৩ :- মজলিস-এ- নির্বাচনের সদস্য সংখ্যা বাজেটে অংশ গ্রহণ কারীর সংখ্যা অনুযায়ী হবে।

কায়দা নম্বর ৩৩৪ :- মজলিসের নির্বাচন তিন বছরের জন্য হবে। এবং এদের সদস্য সংখ্যা চাঁদা দাতার সংখ্যা অনুযায়ী পূরণ করে রাখা স্থানীয় জামাতের জন্য

আবশ্যকীয়।

☼ মজলিস-এ- নির্বাচনী সদস্যদের মঞ্জুরীর জন্য সদর আঞ্জুমান আাহ্‌মদীয়া কাদিয়ানের দ্বারা হুজুর (আইঃ) কাছে পাঠানো হবে এবং মঞ্জুরীর পরে আমীর ও অন্যান্য পদাধিকারীর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

কায়দা নম্বর ৩৩৬ :- নির্বাচনী মজলিসে নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা সহ রিপোর্ট নাজারত উলিয়াতে মঞ্জুরীর জন্য পাঠাতে হবে, যাতে ইজলাসে উপস্থিত সমস্ত নির্বাচিত সদস্যের স্বাক্ষর বা টিপসহি এবং তাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

কায়দা নম্বর ৩৩৭ :- নির্বাচনী মজলিসের সদর, ইজলাসে উপস্থিত নির্বাচনী সদস্যদের অধিক রায় অনুযায়ী ঠিক করা হয়। যদি এর জন্য নাজির-এ-আলার তরফ হতে কোন প্রতিনিধি নির্দ্ধারিত না করা হয়।

কায়দা নম্বর ৩৩৮ :- যদি নির্বাচনী মজলিসের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করে, জায়গা পরিবর্তন করে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এই মজলিসের সদস্য না থাকে তাহলে সে বিষয়ে শীঘ্রই নাজির-এ-আলা কে জানানো জরুরী। (এবং নাজির-এ-আলার অনুমতিক্রমে পরিবর্তে সদস্য নির্দ্ধারিত করে মঞ্জুরী নেওয়া দরকার)

কায়দা নম্বর ৩৩৯ :- নির্বাচনী মজলিসের সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য উপস্থিত হলে নির্বাচন হবে।

কায়দা নম্বর ৩৪০ :- আমীরগণের নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার।

(ক) কমপক্ষে চারটি নাম প্রস্তাব হবে।

(খ) যে স্থানীয় আমীর ধারাবাহিকভাবে (পরপর) দুইবার নির্বাচিত হয়েছেন তৃতীয় বারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করা যাবে না। (সংশোধন- উদ্ধৃতি .. খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর পত্র- **(WTT- 1033 / 15-03-2017)** (কায়দা নম্বর ৩০৮-A)

(গ) প্রত্যেক সদস্যদের তিনটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে (বরং জরুরী হবে)।

(ঘ) প্রত্যেক নামের প্রাপ্ত ভোট বিস্তারিত ভাবে নথিভুক্ত করতে হবে।

(ঙ) প্রত্যেকের বয়আতের সাল,শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পেশা, পূর্বের জামাতীয় খিদমত অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কায়দা নম্বর ৩৪৮ :- আমীরগণ এবং নায়েব আমীরগণের নির্বাচন অথবা নিয়োগ করার মঞ্জুরী নাজারত উলিয়া (সদর আঞ্জুমান কাদিয়ানের দ্বারা) খলিফাতুল মসীহর কাছ থেকে নেবে।

অর্থাৎ নির্বাচনী মজলিসের দ্বারা নির্বাচিত আমীর এবং নায়েব আমীরের মঞ্জুরী খলিফাতুল মসীহ দেবেন। বাকী মজলিসে আমেলার পদাধিকারীদের মঞ্জুরী নাজারত উলিয়ার তরফ হতে দেওয়া হবে। এইভাবে সদর জামাত এবং তার মজলিসে আমেলার মঞ্জুরীও নাজারত উলিয়ার তরফ হতে দেওয়া হবে)।

কায়দা নম্বর ৩৫২ :- নির্বাচনী লিস্ট কেন্দ্রে পাঠানোর

সময় এই কথা ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করা উচিত যেন নিয়ম অনুযায়ী এই আঞ্জুমানের কতজন ভোটাধিকার অর্জনকারী সদস্য আছেন এবং সভার সময় কতজন উপস্থিত ছিলেন।

কায়দা নম্বর ৩৫৩ :- নির্বাচনী লিস্টে সভার সভাপতি ছাড়া দুজন এমন ব্যক্তির স্বাক্ষর হওয়া আবশ্যক যাদের নাম কোন পদের জন্য উত্থাপিত হয় নি কিন্তু নির্বচনী সভাতে উপস্থিত ছিলেন।

কায়দা নম্বর ৩৭১ :- স্থানীয় পদাধিকারী এবং আমীরগণ তৎসঙ্গে কাদিয়ানের স্থানীয় আমীর যাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ কোন সময় তাঁর নিজ অনুপস্থিতিতে নিযুক্ত করেন, তারা সকলে নিজের নিজের অঞ্চলে সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার নাজির গণের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন এবং প্রত্যেক নাজিরের স্থানীয় আঞ্জুমানের যাবতীয় নথি-পত্রের তদন্ত করার অধিকার থাকবে। এছাড়া প্রয়োজনে কোন নথি-পত্র কাদিয়ানে তথা অন্য জায়গায় তদন্তের জন্য চেয়ে পাঠানোর অধিকারও থাকবে।

কায়দা নম্বর ৩৭৩ :- স্থানীয় জামাতের সদস্য যদি স্থানীয় আমীরের কোন মীমাংসা অথবা আদেশ অথবা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ পোষণ করেন তাহলে মরকজে তার নিজ আপিল উপস্থাপনের অধিকার থাকবে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রের মীমাংসা স্থানীয় আমীর এবং সদস্যগণদের জন্য অবশ্য কর্তব্যরূপে পালনীয় হবে। স্থানীয় আমীরের মীমাংসা অথবা আদেশের বিরুদ্ধে যে আপিল কেন্দ্রে (মরকজে) করা হবে তা স্থানীয় আমীরের

পক্ষ থেকে করা হবে। এবং স্থানীয় আমীরের কর্তব্য হবে তিনি যেন এমন সব আপিল সাত দিনের মধ্যে নিজ মতামত সহকারে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আপিলের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আদেশটি অবশ্য কর্তব্যরূপে পালনীয় মনে করা হবে। কিন্তু চূড়ান্ত মীমাংসার পূর্বেও মীমাংসাধীন বিষয়টির আদেশ পালনে বিরত রাখার অধিকার কেন্দ্রের থাকবে।

কায়দা নম্বর ৩৭৪ (ক) :- যেহেতু স্থানীয় আমীর স্থানীয় জামাতের সর্বশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই জন্য তার এই অধিকার বর্তাবে যে, মতবিরোধের সময় কোন বিষয়কে জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী কিম্বা বিশৃঙ্খলার কারণ রূপে বিবেচনা করলে নিজ ক্ষমতাবলে সংখ্যা গুরু মতামতকে বাতিল করতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যিক হবে যে, যথারীতি একটি রেজিষ্টারে মতবিরোধের কারণ সমূহ লিপিবদ্ধ করেন যেটি জামাতের সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে। কিম্বা ঐ রেজিষ্টারে কারণ সমূহ লেখা যদি সিলসিলার স্বার্থের পরিপন্থি মনে করেন তাহলে অন্ততপক্ষে এইটুকু নোট দেন যে, যে কারণ সমূহের ভিত্তিতে সংখ্যা গুরু মতামতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলাম এখানে সেগুলির উল্লেখ জামাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

(খ) :- পূর্বোল্লিখিত পরিস্থিতিতে স্থানীয় আমীরের কর্তব্য হবে নিজের মতবিরোধের কারণ গোপন ভাবে মরকজে লিখে পাঠানো। এই প্রকারের রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠানো আবশ্যক। আমীরের কর্তব্য হবে তিনি যেন রিপোর্ট পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মজলিসে আমলাকে

এবিষয়ে লিখিতভাবে অবগত করেন।

কায়দা নম্বর ৩৭৬ :- প্রত্যক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা অথবা পাড়া ভিত্তিক অথবা জেলা ভিত্তিক অথবা আঞ্চলিক অথবা প্রাদেশীক অথবা দেশীয় ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার প্রতিটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খলিফাতুল মসীহর সম্মুখে আপিল করার অধিকার থাকবে।

কায়দা নম্বর ৩৭৭ :- এই সকল ব্যাপারে জামাতের সাময়ীক উন্নতিতে প্রভাব ফেলতে পারে। স্থানীয় আমীর / সদরের অঙ্গ সংগঠনগুলির আদেশদানের অধিকার থাকবে যা লিখিত হওয়া উচিত। এবং উল্লিখিত অঙ্গসংগঠনগুলির অধিকার থাকবে যে, যদি তারা এই আদেশ সঠিক মনে না করেন তাহলে নিজ মরকজি মজলিসের মাধ্যমে সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়াকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

জামাতের আমীর ও সদর গণের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার

জামাতের আমীর / সদরের বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে যে, জামাতের মধ্যে ভালোবাসা একতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা। জামাতের পদাধিকারীদের কাজের নিগরানী (পর্যবেক্ষণ) ও পথ-প্রদর্শণ করা। এছাড়া প্রত্যেক মাসে একবার মজলিসে আমেলার মিটিং ডেকে মাসিক কাজের নিরীক্ষণ করাও আমীর ও সদরের দায়িত্ব। আমীর ও সদরের জানা উচিত যে, জামাতের মোট লোক সংখ্যা পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চা সহ কতজন আছে। তাদের মধ্যে

কতজন লোক চাঁদা দাতা এবং কতজন চাঁদা দেয়না। কতজন লোক রোজগার করে এবং কতজন বে-রোজগার (বেকার), কতজন নামাযী এবং নিযামে জামাতের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যদি কেউ এই সব ব্যাপারে দুর্বল থাকে তাহলে তাঁদের চিহ্নিত করে সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়া। এই সমস্ত কাজও আমীর ও সদরের দায়িত্বাধীন। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের নিকট হতে এই কাজের জন্য সাহায্য নেওয়া আবশ্যক।

এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী সামনে রাখা দরকার :

(১) কায়দা নম্বর ৩৬৬ :- আমীর / সদর, স্থানীয় আমীর / সদরের দায়িত্ব হল খেলাফতের প্রতিনিধি রূপে নিজের এলাকার আহ্‌মদী সদস্যদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, তবলীগি, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার এবং জামাতের প্রতিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করা।

(২) কায়দা নম্বর ৩৬৭ :- আমীরগণ (অথবা সদর) স্থানীয় জামাতের সর্বময় কর্তা হয়ে থাকেন, এইজন্য তাদেরকে নিজেদের এলাকায় সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার চেষ্টা করতে হবে। এবং নিজেদের আচরণকে সহানুভূতিশীল, বন্ধুত্বপরায়ণ এবং ন্যায়পরায়ণ রাখার চেষ্টা করতে হবে। যেন লোকেদের মনে তাদের প্রতি আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রূপে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। মতবিরোধের পরিস্থিতিতে তাকে যেন পক্ষপাতি বলে মনে না করা হয়।

(৩) কায়দা নম্বর ৩৬৮ :- স্থানীয় আমীর / সদর–এর সকল প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জামাতের সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ মতকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ছোট ছোট মতবিরোধের ভিত্তিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়, বরং আমীর বা সদরদের উচিত পরামর্শ সভার সময় কাজ এমন ভাবে সম্পূর্ণ করা যাতে সিদ্ধান্তগুলি যথাসম্ভব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আমীর ও সদরের অধিকার ও মর্যাদার বিবরণ

(৪) কায়দা নম্বর ৩৬৯ :- স্থানীয় আমীর এবং সদরের অধিকারের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় আমীর, স্থানীয় আঞ্জুমানের সিদ্ধান্ত গুলিকে সর্বদা মানতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে জামাতের স্বার্থের / উপকারের কথা মাথায় রেখে লিখিত স্পষ্টিকরণ দিয়ে স্থানীয় আঞ্জুমানের সিদ্ধান্ত বাতিল করার অধিকার থাকবে। কিন্তু সদর সর্বদা স্থানীয় আঞ্জুমানের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্ত আমীর / সদর উভয়েই কেন্দ্রীয় আধিকারিকগণের নির্দেশনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে।

(৫) কায়দা নম্বর ৩৭০ :- মজলিসে আমেলা কাউকে শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখেনা। তবে যদি জামাতের কোন সদস্য নিযামে জামাতের বিরুদ্ধাচরণ করার দোষে দুষ্ট হয়, তবে মজলিসে আমেলার সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। যদি সংশোধন মূলক ব্যবস্থায় সফল না হয় তাহলে কেন্দ্রকে জানান। মজলিসে আমেলার কোন বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার

থাকবে না।

(৬) কায়দা নম্বর ৩০৩ :- সমস্ত স্থানীয় আঞ্জুমানের দায়িত্ব হবে যখন মরকজ থেকে কোন নাযির কোন জায়গায় পরিদর্শনে যান, তখন খলিফাতুল মসীহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের সাথে সাথে যথাযথরূপে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

(৭) কায়দা নম্বর (৩০৫) :- যদি কোন জামাতে কোন বিভাগের পদাধিকারী হিসাবে কেউ নির্বাচিত না হয় তবে সেই বিভাগের কাজকর্মের দায়িত্ব সদর / আমীর এর উপর বর্তাবে।

****

জেলা আমীর ও তাদের আমেলার নির্বাচন পদ্ধতি এবং সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) এর উপদেশাবলী ও আদেশ

পূর্বে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আমীরের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তা জোনাল রূপে পরিবর্তিত হয়। ২০১৩ সন থেকে সৈয়্যেদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) জেলা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। এবং যে জেলা গুলিতে পাঁচ অথবা তার বেশী জামাত বর্তমান সেখানে জেলা আমারতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছেন।

সুতরাং এখন আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ১১৩টি জেলা আমারত প্রতিষ্ঠিত আছে। জেলা আমারতের নির্বাচন /

অনুমোদন এবং তার আমেলার অনুমোদনের জন্য যে নিয়মাবলী (পদ্ধতি) ও আদেশাবলী তা নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

কায়দা নম্বর ২৯৬ :- বৈধ হবে একের অধিক স্থানের স্থানীয় আঞ্জুমান সমূহ সমেত হাল্কা (পাড়া) ভিত্তিক অথবা জেলা অথবা এলাকা অথবা রাজ্য অথবা দেশ ভিত্তিক আঞ্জুমান সমূহের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হোক। এমতাবস্থায় এগুলিতে প্রত্যেক ব্যবস্থাপনা নিজের থেকে উচ্চতর ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকবে। এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাপনা সরকারি ব্যবস্থাপনার আয়ত্বে থাকবে।

কায়দা নম্বর ২৯৮ :- পাড়া ভিত্তিক আমারতের পরিধি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাজির-এ-আলা স্থির করবেন যাতে কমপক্ষে পাঁচটি স্থানীয় আঞ্জুমান অন্তর্ভুক্ত হবে।

(নোট) : - যেমনটি উপরে (পূর্বে) বর্ণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষে যে জেলা গুলিতে পাঁচ অথবা তার বেশী জামাত বর্তমান সেখানে হুজুর (আইঃ) জেলা আমীরের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মঞ্জুরী দিয়েছেন।

জেলা আমীর নির্বাচনের পদ্ধতি

১) জেলা আমীর নির্বাচন জেলার সমস্ত আমীর ও জামাতের সদর এর দ্বারা হবে। ঐ জেলার যেকোন জামাতীয় সদস্যের নাম জেলা আমীরের জন্য প্রস্তাব করা যেতে পারে। শর্ত এটাই যে, তিনি যথার্থরূপে চাঁদা প্রদানকারী এবং বকেয়াদার নন অর্থাৎ কায়দা নম্বর ৩২৯ এর শর্ত পূরণকারী।

২) স্থানীয় আমীর / সদর জামাত নিজ নির্বাচনী সভার কাজে অংশ নিলে ঠিক আছে নতুবা তার প্রতিনিধি নির্বাচনী সভাতে অংশ নিতে পারবেন না।

৩) জেলা আমীর নির্বাচনের কোরাম অর্ধেকের কম হলে হবে না, তা প্রথম সভা হোক বা দ্বিতীয় সভা। অর্থাৎ যদি দশটি (১০) জামাত থাকে তাহলে কমপক্ষে পাঁচটি জামাতের আমীর ও সদর এর নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। চেষ্টা করা উচিত যে, বিশেষ অসুবিধা ব্যতীত যেন কোন আমীর /সদর জামাত অনুপস্থিত না হন।

৪) আমীর জেলা আমীরের জন্য কমপক্ষে ৪টি নাম প্রস্তাব আবশ্যক।

৫) প্রতিটি সদস্যের ৩টি ভোট প্রদান আবশ্যক। প্রত্যেক সদস্য ৩টি নাম প্রস্তাব করতে পারেন এবং ৩টি সমর্থন করতে পারেন। অর্থাৎ (প্রয়োজন হলে একজন সদস্য একাধীক নাম প্রস্তাব করতে পরেন এবং একাধীক নামের সমর্থন করতে পারেন।)

৬) প্রত্যেক প্রস্তাবীত নামের বয়আতের সাল, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, পূর্বে জামাতী সেবার উল্লেখ করুন।

৭) প্রত্যেক নামের পাশে প্রাপ্ত ভোট বর্ণনা সহকারে লিখুন।

৮) জেলা আমীরের নির্বাচনের সভাপতিত্ব তিনি করবেন যার নাম জেলা আমীরের জন্য প্রস্তাব হবে না অথবা মুরুব্বীদের দিয়ে সভার সভাপতিত্ব করানো হোক।

জেলা আমীর নির্বাচনের জন্য নাযির সাহেব আলা কাদিয়ানের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তার সংবাদ দিয়ে দেওয়া হবে সেই নিজের তত্ত্বাবধানে এবং নিজের সভাপতিত্বে নির্বাচন করাবে।

৯) নায়েব আমীর নিযুক্তির ক্ষেত্রে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে জেলা আমীর নিযুক্ত হয়েছে সেখানে যাচাই বাছাই করে একজন নায়েব এবং প্রয়োজন অনুসারে দুইজন নায়েব নিযুক্ত করা উচিত।

(WTT - 4856 / 14-06-2016)

১০) জেলা আমীর নির্বাচন এবং নায়েব আমীর জেলা নির্ধারণের রিপোর্ট হযরত খলিফাতুল মসীহর সম্মুখে উপস্থাপন করে মঞ্জুরী অথবা আদেশ জ্ঞাত হয়ে অবগত করা হবে।

জেলা ভিত্তিক মজলিসে আমেলার জন্য নিয়ম-কানুন

কায়দা নম্বর ৩৬০ (ক) :- জেলা আমীরের ক্ষমতা আছে যে, নিজের সাহায্যের জন্য মজলিসে আমেলা গঠন করে নাজারত উলিয়ার নিকট হতে মঞ্জুরী নেওয়া।

(খ) জেলা ভিত্তিক মজলিসে আমেলা জেলার নায়েব আমীরগণ এবং সেই সমস্ত পদাধিকারীগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে যাদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগে কর্তব্য পালনের জন্য জেলা আমীর নাম প্রস্তাব করবেন এবং তাকে নিজ বিভাগের জেলা সেক্রেটারী বলা হবে।

অনুরূপভাবে নাজিম আনসারুল্লাহ এবং খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার জেলা কায়েদ এবং জেলার মুরুব্বীও এই মজলিসে আমেলার সদস্য হবেন।

(গ) জেলা আমীর নিজের আমেলার জন্য কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট করবেন যারা **কায়দা নম্বর ৩২৯** অনুসারে ভোট দানের এবং পদাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

[জরুরী নোট] :- যেমন কিনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, সৈয়্যেদনা হুজুর আনওয়ার (আইঃ) কাদিয়ানে একটা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি নির্দ্ধারণ করেছেন। জেলা আমীরগণের পক্ষ থেকে জেলা মজলিসে আমেলার জন্য যে নাম (মঞ্জুরীর জন্য) প্রস্তাব করে পাঠানো হবে তাদের সম্বন্ধে নাজারত উলিয়া নাজারত বায়তুল মাল আমদ এবং নাজারত উমুর-এ-আমা থেকে ছাড়পত্র প্রাপ্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিতে উপস্থাপন করবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিই জেলা মজলিসে আমেলার মঞ্জুরী প্রদান করবে।

*** জেলা মজলিসে আমেলার জন্য নিম্নে ১৩জন সেক্রেটারীর পদের নাম বর্ণনা করা হচ্ছে।**

যদি জেলার মধ্যে জামাতের সংখ্যা দশের কম হয় এবং সদস্য সংখ্যাও বেশী না হয় তাহলে প্রথম পাঁচটি পদের জন্য এবং বাকী আটটির মধ্যে যেকোন দুটি সেখানকার প্রয়োজনানুসারে মোট সাতটি পদের জন্য জেলা সেক্রেটারীগণের নাম প্রস্তাব করে পাঠানো হোক।

এবং যে সমস্ত জেলাতে জামাতের সংখ্যা দশটির বেশী

সেখানে এই সমস্ত (১৩) পদের জন্য জেলা সেক্রেটারীগণের নাম প্রস্তাব করা হোক।

যেন প্রত্যেক পদের জন্য দুটি করে নাম প্রস্তাবিত হয় যাতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি পর্যবেক্ষণ করে যেকোন একটি নামের মঞ্জুরী প্রদান করতে পারে।

১) জেলা সেক্রেটারী **'এসলাহ্ ও এরশাদ'**।

২) জেলা সেক্রেটারী **'দাওয়াত-এ-ইলাল্লাহ্'**।

৩) জেলা সেক্রেটারী **'তালিমুল কোরআন ও ওয়াকফে আরযী'**।

৪) জেলা সেক্রেটারী **'এশায়াত'** ও **'এম. টি. এ'**।

৫) জেলা সেক্রেটারী **'মাল'**।

৬) জেলা সেক্রেটারী **'তালীম'**।

৭) জেলা সেক্রেটারী **'ওয়াকফে নও'**।

৮) জেলা সেক্রেটারী **'উমুর-এ-আমা ও খারজা'**।

৯) জেলা সেক্রেটারী **'ওসায়া'**।

১০) জেলা সেক্রেটারী **'জায়েদাদ'**।

১১) জেলা সেক্রেটারী **'তাহরীক-এ-জদীদ'**।

১২) জেলা সেক্রেটারী **'ওয়াকফে জদীদ'**।

১৩) জেলা সেক্রেটারী **'রিশ্‌তা নাতা'**।

****